যুগান্তর

তারিখ ... 10 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

www.jugantor.com

যুগান্তর

অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে সোমবার বাংলাবাজারে বইয়ের দোকানে টাস্কফোর্সের তত্ত্বাবধানে আইন-শৃংখলা বাহিনীর অভিযান

টাস্কফোর্সের আলটিমেটাম কাজে লাগেনি

পাঠ্যবইয়ের বাজারে র‍্যাব পুলিশ ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকাসহ সারাদেশে পাঠ্যবইয়ের বাজারে র‍্যাব ও পুলিশের যৌথ বাহিনী এবং ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযানে নেমেছে। এর ফলে বিরাজ করছে এক ধরনের আতঙ্ক। যৌথ বাহিনী বইয়ের দোকানে দোকানে যাচ্ছে। বরিশালে বইয়ের সঙ্গে জোর করে গাইড বিক্রির সময় হাতেনাতে ধরে দুটি দোকানকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। কিন্তু এতকিছুর পরও প্রকাশকদের কাছ থেকে বই বের হচ্ছে না। টাস্কফোর্সের ২৪ ঘন্টার আলটিমেটাম কোন কাজেই লাগেনি। রোববার রাতে আলিমেটাম ঘোষণার পর নতুন করে মাত্র ৮ লাখ বই বের হয়েছে। সে হিসাবে বাজারে এ পর্যন্ত তৃতীয় কিস্তির মাত্র ৫৫ লাখ বই সরবরাহ হয়েছে। ৭৫ লাখের মধ্যে আরও ২০ লাখ বই আটকা আছে প্রকাশকদের হাতে। এ অবস্থায় আজ সন্ধ্যায় প্রকাশকদের নিয়ে আবার বৈঠকে

অভিযান : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৫

অভিযান : পাঠ্যবইয়ের বাজারে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বসছে টাস্কফোর্স। সংস্থার চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মহিরউদ্দিন সোমবার রাতে জানান, বাকি বইয়ের ব্যাপারে তারা কাজ করছেন। দিনরাত তাদের ২৫টি টিম কাজ করছে। স্পট (প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে) বিক্রয়াদেশ দেয়া হচ্ছে।

এদিকে যৌথ বাহিনী মাঠে নামার পর নতুন করে বইয়ের সংকট দেখা দিয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, বাজার থেকে উধাও হয়ে গেছে নিউজপ্রিন্টে ছাপা এবং নকল বই। অনেকেই বই সরিয়ে ফেলছেন। ফলে সংকট বেড়েছে। বেশ কয়েকজন প্রকাশক নাম প্রকাশ না করে একথা জানিয়েছেন। তবে একথার সঙ্গে একমত নয় এনসিটিবি। সংস্থার চেয়ারম্যান সোমবার রাতে জানান, টাস্কফোর্স নামার পর বইয়ের সরবরাহ বেড়েছে। গুদাম থেকে বই বের হওয়ায় বাজারে ইতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।

টাস্কফোর্সের আহ্বায়ক ও র‍্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক কর্নেল রেজা নূর রহমান সোমবার রাতে যুগান্তরকে জানান, তাদের ৫টি টিম সার্বক্ষণিক বাংলাবাজারে কাজ করছে। সারাদেশ থেকে যাতে পাইকার ও এজেন্টরা এসে বই ঠিকভাবে নিতে পারেন, সে দিকটি তারা দেখছেন। র‍্যাবের গোয়েন্দা টিমও কাজ করছে বলে জানান তিনি।

সোমবার বাংলাবাজার জেগে ওঠে সকাল ৬টায় র‍্যাব-পুলিশ এবং এনসিটিবির কর্মকর্তাদের পদচারণায়। সংশ্লিষ্টরা জানান, পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী তারা বাংলাবাজারে বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের ছাপাখানা এবং গোডাউনে যান। রাস্তায় রাস্তায়ও পাহারা এবং নজরদারি করেন অনেকে। বিশেষ করে র‍্যাবের সদস্যরা বাংলাবাজারের বিভিন্ন প্রকাশনার গুদাম ও ছাপাখানায় অভিযান চালান। তারা কাগজ ও বাঁধাইয়ের মান এবং বইয়ের সংখ্যা গুণে দেখেন। আর র‍্যাব ও পুলিশ সদস্যরা যৌথভাবে বাজারের মোড়ে মোড়ে এবং দোকানে দোকানে হানা দেন। এমনকি তারা সশরীরে উপস্থিত থেকে পাইকার ও এজেন্টদের কাছে বইও বিক্রি করেছেন। হাসান বুক ডিপো এবং পপুলার প্রিন্টিংয়ের দোকানে ও গোডাউনে তারা প্রায় সার্বক্ষণিক উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে প্রথমটিতে লাইন দিয়ে পাইকারদের বই এবং মানি রিসিট গ্রহণ-প্রদানে পুলিশ-র‍্যাব সহায়তা করে। আর পপুলারের গোডাউনে হানা দেয়। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বই না আসায় রাতে এ রিপোর্ট লেখাকালে র‍্যাব-পুলিশ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গেছে।

সোমবার র‍্যাবের অভিযানে অতিরিক্ত মহাপরিচালক কর্নেল রেজা এবং পুলিশের অভিযানে ঢাকার ডিসি মির্জা আবদুল্লাহেল বাকি নেতৃত্ব দেন। জানা গেছে, তারা দোকানে দোকানে গিয়েছেন। মির্জা বাকির নেতৃত্বে অভিযানকালে বাংলাবাজারে বেশকিছু খুচরা দোকানিকে আটক করা হয়, যারা অতিরিক্ত দামে এবং গাইড-নোটসহ বই বিক্রি করছিল। অনেককে এ সময় উত্তম-মধ্যমও দেয়া হয়। অভিযানে টাস্কফোর্সের অপর সদস্য এনসিটিবির সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) অধ্যাপক ড. সিরাজুল হক, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আব্বাছ উদ্দিন এবং সদস্য সচিব লোকমান হোসেন ভূঁইয়াও উপস্থিত ছিলেন।

তৃতীয় কিস্তিতে সর্বমোট ৭৪ লাখ ৬২ হাজার ৬৭১টি বই বাজারে আসার কথা। মঙ্গলবার দুপুরে শিক্ষামন্ত্রী সব প্রকাশককে ডেকে শনিবারের মধ্যে বই বাজারে ছাড়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু তারা রোববারও কথা রাখেনি। এ অবস্থায় রোববার রাতে সব প্রকাশককে নিয়ে বৈঠকে বসে টাস্কফোর্স। তারা সোমবার রাত দশটার মধ্যে সব বই বাজারে ছাড়ার চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দেন। কিন্তু এবারও ব্যর্থ হয় তারা। এনসিটিবি জানিয়েছে, আরও ২০ লাখ বই রয়ে গেছে প্রকাশকদের হাতে।

প্রসঙ্গত টাস্কফোর্সকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে, বই ছাপা ও বাজারজাতকরণে বিঘ্নকারীদের শনাক্তকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, সরকারের দেয়া কাগজ কোথায় গেল বা বিক্রি হয়েছে কিনা, মুদ্রণ করা বই শুমাদজাতকরণ হয়েছে কিনা, এনসিটিবি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যে বই বিক্রি হচ্ছে কিনা এবং হয়ে থাকলে কারা জড়িত, নির্ধারিত কমিশন দেয়া হচ্ছে কিনা এবং সামগ্রিক সংকটের জন্য দায়ীদের চিহ্নিত করা।

বরিশালে অভিযান

এদিকে বরিশালে ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুবুর রহমানের নেতৃত্বে বিকাল ৪টায় অভিযানে নামেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আদালত গির্জামহল্লা রোডের রহমানিয়া লাইব্রেরি এবং সদর রোডে বুক ডিলায় অভিযান চালিয়ে বাড়তি দামে এবং নোট-গাইডসহ বই বিক্রি হাতেনাতে ধরে ফেলে। এ সময় উভয় লাইব্রেরিকে যথাক্রমে ৫শ' এবং ৩শ' টাকা করে জরিমানা করে।

আরামবাগপাড়ায় অভিযান চলেনি

বাংলাবাজারে র‍্যাব-পুলিশ অভিযান চালালেও আরামবাগ-ফকিরেরপুল এলাকায় কারও নজর পড়েনি। ফলে ওইসব এলাকার কি অবস্থা তা জানে না এনসিটিবি। জানা গেছে, যে ২০ লাখ বই এখনও বাজারে আসেনি, তার অধিকাংশেরই কাজ নিয়েছে এই দুটো এলাকার প্রকাশক ও মুদ্রকরা।